R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

নতুন জমানায় রুল ৫-এ কর্মী ছাঁটাই

ফরাক্কা : সম্প্রতি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ দিলীপ থাপা নামে জনৈক মাষ্টার রোল কর্মীকে ছাঁটাই করেছেন। খবর ঐ কর্মীটি বেশ কয়েক বছর ধরে মাষ্টার রোলে পেন্টারের কাজ করে আসছেন। কিন্তু গত ২৮ মার্চ ব্যারেজের সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীথাপাকে কেন্দ্রীয় কর্মচারী কণ্ডাক্ট রুলের ৫নং ধারার নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে ঐ দিন থেকেই তাঁকে বরখাস্ত করেন। এই ধরনের ঘটনা ব্যারেজের বিগত কালের ইতিহাসে এই প্রথম বলে অভিযোগ করেন ইউ টি ইউ সির নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এই বরখাস্তের প্রতিবাদে সুপার বি বি ঘোষের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি নাকি নেতাদের সাথে অশালীন আচরণ করেন। ঐ আচরণের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালে সুপার সাহেব সি আই এস এফকে ফোন করেন। এই ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ অফিসাররা সুপারের সাথে ইউনিয়নের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐ দিনই অর্দ্ধ দিবস কর্ম বিরতি পালন করেন। অফিসারদের তরফে জানানো হয় শ্রীথাপাকে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়নি। তাঁকে তাঁর বায়োডাটা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট আনতে বলা হয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু তিনি তা করেননি এবং কিছু জানাননি। সে কারণেই কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাধ্য হয়ে তাঁকে রুল ৫ ধারায় বরখাস্ত করা হয়।

চোরাচালান অবাধে তাই ঘাটের ডাক বাড়ছে

জঙ্গিপুর : বাংলাদেশে চাল, চিনি, গরু পাচার হচ্ছে পুরোদমে। পঞ্চায়েতের কর্ম কর্তারাও একথা আর অস্বীকার করতে পারছেন না। অভিযোগ উঠেছে রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী ব্যবসাদার, বেকার যুবক যুবতীরা পুলিশ ও বি এস এফকে টাকা ছড়িয়ে বেঁধে ফেলে ব্যাপক-হারে এই কারবার চালাচ্ছেন। তারই ফলে বিভিন্ন ফেরীঘাটগুলির ডাক বছর বছর বেড়ে চলেছে। উল্লেখ্য রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েতের অধীন খান্দোয়া ঘাটের ডাক চরমে উঠেছে। বেড়েছে পুর শহরের ফেরীঘাটের ডাকের টাকা। গত বছরে খান্দোয়ার ডাক ছিল আট হাজার। এ বছর হয়েছে ষাট হাজার। পুর শহরের ঘাট দুটির ডাক ছিল গত দু'বছর সাড়ে পাঁচ লাখ, এ বছর ডাক উঠেছে আট লক্ষ এক হাজার একশো এক টাকা। চোরা চালানকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক ব্যক্তি বলেন তাঁদেরকে সুষ্ঠুভাবে চালান বজায় রাখতে রাজনৈতিক দলগুলি ও পুলিশকে দিতে হয় বছরে ষাট হাজার করে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মত।

চাল আটক, সন্দেহ ওপারে পাচারের

ধুলিয়ান : গত ১৪ মার্চ রঘুনাথগঞ্জের মিঞাপুর থেকে আগত চাল ভর্তি একটি ট্রাক বাসুদেব-পুরে আটক করা হয়। খবর প্রত্যহ ট্রাক ভর্তি চাল ধুলিয়ান, কাঁকুড়িয়া, ফরাক্কা ও অন্যান্য স্থানে আসছে। স্থানীয় সীমান্ত চোরা কারবার ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের স্বর্গভূমি। প্রতি নিয়ত এই পথে চাল, গরু, চিনি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পাচার হচ্ছে। এই এলাকায় সরকারী প্রশাসনের পাশাপাশি চোরা চালানকারী চক্র তাদের নিজেদের একটি সমান্তরাল প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রশাসন নাকি সরকারী (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা পরিষদের পুরানো স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখন নোংরামির মুক্তাঞ্চল

ধুলিয়ান : স্থানীয় শহরে প্রাক স্বাধীনতা যুগে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত একটি হাসপাতাল ছিল। এর জমির পরিমাণ প্রায় ৩ বিঘা। এতে ছিল ডিসপেনসারী, আউট ডোর, ইনডোর, অপারেশন থিয়েটার, ডাক্তার, কমপাউণ্ডার, সুইপারদের কোয়ার্টার প্রভৃতি। এখনও সেই ঘরগুলি রয়েছে। হাসপাতালটি উঠে যাওয়ার পর এখানে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের অফিস করা হয়। কোয়ার্টারগুলিতে এখনও স্বাস্থ্যকর্মীরা বসবাস করছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের এই অফিসটিও নতুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে খবর। অপর দিকে তিন বিঘা জমির খোলা অংশগুলিতে সারি সারি চা, মুদিখানা, কাপড়, বই এবং সেলুন প্রভৃতি কার যেন আদেশে জাঁকিয়ে বসেছে। এই সব দখলকারীদের কাছ থেকে জেলা পরিষদ কোন ভাড়া নেন বলে জানা নেই। তার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুষ্কৃতীর অত্যাচারে সংরক্ষিত বন ছারখার

সাগরদীঘি : এই থানার মনিগ্রামের সংরক্ষিত বন থেকে প্রতিদিন গাছ কেটে নেওয়া বেড়ে চলেছে। বহু খরচ করে সরকার শিশু, সেগুন প্রভৃতি দামী দামী যে সব গাছ লাগিয়ে ছিলেন, সেগুলি সম্প্রতি ১০/১২ ফুটের মত বড় হয়েছে। গাছগুলিকে রক্ষা করতে বন বিভাগের দুই জন প্রহরী ও দুই জন ওয়াচম্যান নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁরা কি কাজ করেন জানা যায় না। কেন না তাঁরা থাকা সত্ত্বেও দৈনিক গাছ উচ্ছেদকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে দেখেও পঞ্চায়েত সদস্যরা বাধা দেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা সন্দেহ করছেন এদের মধ্যে গোপন লেনদেন রয়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ;।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার ১৩৯৬ সাল

একটু মাছ একটু দুধ

দ্রব্যমূল্য আজ এমন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান খাদ্য চাল ও গম এতদিন শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল, তখনও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, উদরপূর্তির জন্য শাক আনাজপত্র ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইবে? বাজারের থলি হাতে বাজারে প্রবেশ করিয়া সমস্যার সম্মুখে পড়েন নাই, বর্তমানে বোধ করি, এমন কেহ নাই। মাছ, মাংস, দুধ—ইহা যে স্বপ্ন! তরিতরকারী কুলীন, অকুলীন যাহাই হউক, অগ্নিমূল্য। দরে যেমন সব কিছু বিস্বাদ লাগিতেছে, রাসায়নিক সার প্রযুক্ত জিনিস তাহাদের প্রকৃত সুস্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আলুর সুঘ্রাণ নাই, পালংশাক স্ফীতকলেবর হইলেও রসনায় সে আবেদন আনিতে পারে না। মাছ, মাংস ও দুধ ত বেশীর ভাগ বাড়ী হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। অভিজাত মাছ চল্লিশ টাকা হইতে ষাট টাকা কিলো দরের নীচে নামিতে চাহে না। বেশীর ভাগ মানুষই অতি সন্তর্পণে মাছের বাজারে প্রবেশ করেন দুরু দুরু বক্ষে। ভাবেন হয়ত আজ মাছের ফড়িয়ারূপী ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সন্তানদের মুখে একটু মাছের টুকরা হয়ত দিতে পারিবেন। কিন্তু সাহস হয় না দর জানিবার। ফড়িয়ারাও মানুষ চিনে। রামা-শ্যামার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। কাঞ্চন-কুলীনদের তাঁহারা চিনেন। তাঁদের দৃষ্টি অন্যত্র।

দুধের বেসাতি যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে, শুভ্র তরল পদার্থকে দুধ বলিলেই গ্রাহক তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। সে দুধের মধ্যে শতকরা কতভাগ জল আর কতভাগ পাউডার মিল্ক বা ননীহীন আছে, গ্রাহকের তাহা জানিবার স্পর্দ্ধা নাই। পুষ্টিকারিতা সে তরলের কতটুকু আছে, আধুনিক শিশু-অপুষ্টি তাহার প্রমাণ।

কাজেই এখনকার যুগধর্ম্ম, যেমন করিয়া হউক উদরপূর্তি করিতে হইবে। পুষ্টির প্রশ্ন, স্বাদের প্রশ্ন, দরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

বেওয়ারিশ মৃতদেহ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ মার্চ এই থানার সন্তোষপুর গ্রামের মাঠে একটি ১৭/১৮ বছরের যুবকের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন। মৃতদেহ সনাক্ত করা যায়নি। মৃতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে এটিকে খুনের ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রয়োগ নীতির ভুলে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সনৎ ব্যানার্জী

কিন্তু পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মার্ক্সবাদী যুক্তফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে জানতে দিতে চান না তাঁরা ক্ষমতা দখল করেও এতদিন কোন মার্ক্সবাদী মতবাদ সম্পন্ন কার্যাক্রম গ্রহণ করেননি কেন? কেন তাঁরা বৃহৎ পুঁজিপতি বা মাল্টিমিলিওনিয়ারদের সাথে হাত মিলিয়ে শিল্প সংকট কাটিয়ে উঠতে চাইছেন। বাস্তব জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে ভোগসম্ভোগের ক্ষেত্রেও মার্ক্সবাদী নেতারা কম্যুনিষ্টদের জীবনে কষ্টসহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ না করে বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র অবলম্বনে স্বস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। সে কারণেই দেখা যায় গ্রাম বা অঞ্চল প্রধানরা এমন কি সাম্যবাদে অনুরক্ত মন্ত্রীদের নিজেদের পরিবার পরিজনরা ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে কেউ লক্ষপতি, কেউ কোটিপতি বনে বসেছেন। আর গ্রামাঞ্চলের নেতাদের কুটিরগুলি প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়েছে। নিঃস্ব ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত হয়ে লক্ষণীয় কলেবর ধারণ করেছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন এদেশে যখন বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন চলছে, তখন স্থানে স্থানে ক্ষমতা দখল করার পর তাঁরাও ভোগসম্ভোগে পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরা সে কারণেই ভোগবাদী জীবনে কোন অপরাধ দেখতে পান না। বুর্জোয়াতন্ত্রের আবহাওয়ার মধ্যে কম্যুনিজমের কষ্টসহিষ্ণু জীবনযাপন করাকে তাঁরা মূর্খতা বলে চিন্তা করেন। তাঁরা ত্যাগধর্মী জীবনযাপনের কোন স্পৃহা অনুভব করেন না। তাই পেটি বুর্জোয়া চরিত্রের নেতারা ভাবেন তাঁদের দারিদ্র্য দূর করে তাঁরা যে ভোগে লিপ্ত হচ্ছেন এটা কোন অপরাধ নয়, এটা তাঁদের অধিকার। এবং এটা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষণ। অন্যক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন বা পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদের আওতায় এতকাল থাকা রাষ্ট্রগুলির সাধারণ প্রজারা তাঁদের নেতৃত্বের মধ্যে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভোগবিলাসে চরিত্র হারিয়ে ফেলাকে আবিষ্কার করে লজ্জা ও এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধ সংগ্রামে নেমেছেন এবং মার্ক্সবাদের অপপ্রয়োগ রোধে কিছুটা পিছিয়ে এসে বহুদলতন্ত্র মাধ্যমে একটা মোটামুটি মার্ক্সবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এদেশে সে বালাই নেই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় স্বজনপোষণ, দুর্নীতি কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। সেই বুর্জোয়া শাসন কাঠামোর মধ্যে শাসন ক্ষমতা দখল করে চলতে গিয়ে তাই এদেশের পেটিবুর্জোয়া মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব এই সব দোষে অবগাহন করেও নিজেদের অপবিত্র ভাবছেন না। তথাপি এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার মধ্যে কোন সাচ্চা বস্তু নেই এবং তা আজ ধ্বংস হতে চললো বা বুর্জোয়া মূল্যবোধের কাছে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মানসিক চিন্তাধারায় মধ্যে যেমন অপরকে শোষণ করে বঞ্চিত করে নিজেকে অর্থবান করে তোলার নেশা আছে, তেমনি সকল মানুষকে মিলিয়ে আমরা সবাই এক এ চিন্তাধারাও আছে। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এ কথা আমাদের দার্শনিকরাই বলে গেছেন। ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থ গীতাতেও সমাজবাদ বা সাম্যবাদীতত্ত্ব রয়েছে। গান্ধীজী, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মণীষীরাও গীতোক্ত সাম্যবাদী মহাপুরুষ ছিলেন। তাহলে? যে কম্যুনিজম আজ পরাজিত ও পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হতে চলেছে তা হলো একনায়কতন্ত্রী (Dictatorship), জোরজুলুম করে গড়ে তোলা কম্যুনিজম। মানুষের মধ্যে থেকে যাওয়া রিপুকে উস্‌কিয়ে দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম নামক এক জুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেনিন-ষ্ট্যালিন এই বিপদটিকে ডেকে এনে মানুষকে দেবতা থেকে পশুতে রূপান্তরিত করেছেন। ক্ষমতাপ্রিয়তা মানুষের স্বভাবধর্ম। তাই যখনই যে দেশে সাম্যবাদীরা ক্ষমতা দখল করলো, তখনই সে দেশে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিরা রাতারাতি তাঁদের সমর্থন করে সাম্যবাদী বনে স্বার্থসিদ্ধিতে রত হলেন। বর্তমানে সর্বহারা শ্রেণী বা সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ এতকাল পর ক্ষমতাশিষ্ঠ হওয়ায় কী জ্বালা তা অনুভব করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতি জুলুমবাজী সমাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে চলেছে দেশে দেশে। ইউরোপ, চীন আজ তাঁদের প্রয়োগনীতির ভুল বুঝতে পেরে অবস্থা আয়ত্তে রাখতে সাধারণ মানুষের মনের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে পিছিয়ে যাবার পথ ধরেছেন। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের মার্ক্সবাদীরা স্বপ্ন দেখছেন কৌশলের মাধ্যমে, ভাঁওতাবাজী কথাবার্তার চটকে সকলকে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না জুলুম ও অত্যাচার চালিয়ে বা ক্ষমতার ষ্টিমরোলার চালিয়ে জনগণকে খুব বেশীদিন ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের মন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। জনসাধারণ লক্ষ্য করছেন কয়েক বছর আগেও যে নেতৃত্ব দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে তাঁদের জীবনের শরিক হয়েছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে পথ হারিয়ে ক্ষমতার দম্ভে নিজেদের অজেয় ভেবে দুর্নীতির পাপচক্রে চরিত্র হারিয়ে বসেছেন। হয়তো তাঁদের প্রতি মোহ এবং পুরাতন বিশ্বাস এখনও তাদের আশাহত করেনি। কিন্তু যখন তারা দেখবে এঁরা নিজেদের সংশোধন করছেন না, তখন জনতার মোহমুক্তি ঘটবে এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এদেশের কম্যুনিজমেরও সেদিন ঘটবে ভরাডুবি।

প্রকাশ্য সভায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা ভৎ'সিত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ২নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প আলোচনা চক্রে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে অবস্থিত ব্যাঙ্ক কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য শোনা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি ও জেলা শাসকের বক্তব্যেও ছিল ব্যাঙ্কের প্রতি ক্ষোভ। নির্দ্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর বেলা ১২টার সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী। উদ্বোধনী ভাষণে ২নং ব্লকের সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন ঐ ব্লকে অবস্থিত কর্মীদের বিরুদ্ধে আই আর ডি প্রকল্পে অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, ব্যাঙ্ক কর্মীরা নিয়মমাফিক কাজ করা-তো দূরের কথা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছেন না। যার ফলে এই ব্লক জেলায় পিছিয়ে পড়ছে। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ঢিলেঢালা, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষেরা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পাচ্ছেন না। তারজন্য দায়ী ব্যাঙ্ক কর্মীরা। লিখিতভাবে ছাপানো ভাষণ উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক কর্মী এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে বিলি করা হয়। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখার প্রতিনিধিরা সাব-কমিটির সভায় তাঁদের মতামত জানাননি এই কথা উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্মীরা সভায় প্রায়শঃ অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর বক্তব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল আক্ষেপ এবং হতাশার সুর। সভাপতির বক্তব্যের জের টেনে সভাধিপতি ব্যাঙ্ক কর্মীদের সতর্ক করে বলেন দরিদ্র মানুষদের বঞ্চিত করলে জনগণ কাউকেই ক্ষমা করবে না। জাতীয় স্বার্থে ব্যাঙ্ক কর্মীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান। জেলা শাসক ব্যাঙ্ক কর্মীরা যাতে বিশেষভাবে গরীব মানুষদের জন্য কাজ করেন এই আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুঃ জেলা পি ও ডি আর ডি এ এবং এ পি ও ডি আর ডি এ। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক কর্মীদের বক্তব্য ১৯৮৮-৮৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ব্লক তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ব্যাঙ্ক কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে। চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। ব্যাঙ্ক কর্মীদের বক্তব্য সভাপতি অন্য কাজ বন্ধ করে সারা বছর ধরে আই আর ডি পিতে কাজ করাতে চান, ব্যাঙ্কের পক্ষে যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়।

এক বিংশ শতকের দুয়োরে দাঁড়িয়েও এরা অন্ধকারে

ফরাক্কা ঃ উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ থেকে প্রায় ৩০ জনের একটি আদিবাসী দল গত ৭ মার্চ স্থানীয় বাজারে মধু ও চন্দন কাঠ বেচতে আসেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এরা ৫, ১০, ২০ টাকার নোট চিনলেও ৫০ বা ১০০ টাকার নোট চেনে না ও নিতে চায় না। সরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারতে নিরক্ষরতা দূর করতে যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে এই আদিবাসীরা আজও অন্ধকারে রয়েছেন কি করে, সেটাই ফরাক্কার মানুষকে বিস্মিত করে।

শিব মন্দিরকে পার্টি অফিস করার ষড়যন্ত্র

ফরাক্কা ঃ এই থানার চণ্ডীপুর মৌজার ৪৮৬ নং দাগে আশি বছর আগের একটি পুরাতন শিব মন্দির আছে। যেখানে উক্ত গ্রামের ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ পূজা পার্বণ করে আসছেন। কিন্তু সি পি এমের কিছু দুষ্কৃতকারী এই মন্দিরটিকে পার্টি অফিসে পরিণত করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে খবর। ফরাক্কা থানার বি এল আর ও গ্রামবাসীগণের পক্ষে নোটীশ দেওয়া সত্ত্বেও তা মানা হচ্ছে না। এবং গ্রামের গরীব মানুষদের নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বসবাসযোগ্য জমি বিক্রয়

গোডাউন কলোনীতে বেণু ড্রাইভারের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে রাস্তার ধারে চার কাঠার একটি জমি বিক্রী করা হবে। নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

গৌতম চ্যাটার্জী
প্রযত্নে মনোজ চ্যাটার্জী
ম্যাকেঞ্জী ফিল্ড কলোনী, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে গোডাউন যাবার রাস্তার পাশে ভদ্র পরিবেশে পুরোনো নন্দা ষ্টুডিও দোতলা বাড়ীটি বিক্রয় হইবে। ওখানে একটি যে কোন দোকান করা চলিবে। যোগাযোগ করুন—

সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
গোডাউন রোড
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

নেহরু যুব উৎসব

মির্জাপুর (গনকর) ঃ নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলা যুব উৎসব গত ১৮ থেকে ২৭ মার্চ মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রমদানের মাধ্যমে আড়াডাঙ্গা গ্রামে আদিবাসী ভাইদের জন্য ক্লাব গৃহ তৈরী করা হয়। উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলায় দলগত চ্যাম্পিয়ন হন নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব। পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা শাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' নাটকটি ২২ মার্চ মঞ্চস্থ করেন। উৎসব মুখরিত ১০টি দিন মির্জাপুরবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে গ্রামবাসীরা মন্তব্য করেন।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

ধুলিয়ান ঃ সমসেরগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় প্রতিদিন দিনে ও রাত্রে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি হচ্ছে। অত্যন্ত সংগত কারণে প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এবং দুর্ভাবনা বাড়ছে। বাগমারী ব্রীজে পরপর তিনবার ছিনতাই, গঙ্গা নদীতে নৌকার উপর ১৫ হাজার টাকা লুটপাট এবং সকাল-বেলা ধুলিয়ান থেকে ডাকবাংলো মোড়ে কলকাতাগামী বাসে ডাকাতি ও তা ছাড়া দু'এক মাসের মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটে। রাত্রিবেলা পুলিশের নাইট পেট্রোলিং এর একটি গাড়ী ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে এসব ঘটনা বন্ধ না হওয়ায় পুলিশের উপর জনসাধারণের আস্থা দিন দিন কমছে এবং দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের গোপন সমঝোতার সন্দেহ জনমনে দৃঢ় হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফরাক্কা ব্লক এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের উদ্যোগে একটি পরিকল্পিত শিল্প এলাকা (Industrial Estate) স্থাপন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার আগ্রহী ক্ষুদ্রশিল্পোদ্যোগীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটের খসড়া প্রকল্প (Scheme) ও অন্যান্য বিবরণসহ দরখাস্ত (সাদা কাগজে) নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবশ্যই আগামী ৭ই মে, ১৯৯০ এর মধ্যে সরাসরি পৌঁছানো চাই।

শ্রীস্বপনকুমার রায়
জেনারেল ম্যানেজার
জেলা শিল্প কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ
সি, আর, দাস রোড
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জের গৃহবধূ বিদেশে সম্মানিত

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশ্বস্ত এক সূত্রে জানা যায় রঘুনাথগঞ্জের লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক প্রয়াত পার্বতী মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ডাঃ রমা মুখার্জী আদ্দিশ আবাবা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ফ্যাকাল্‌টি অব মেডিসিনের উপর বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা মালার নাম '১৯৯০ আরমেওয়ার হানসেন স্মৃতি বক্তৃতা।' কুষ্ঠরোগ ও তার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার জন্য ডাঃ মুখার্জীকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। গত ৮ মার্চ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি বলে খবর।

চাল আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী। আর এই অবৈধ দুষ্কর্মগুলি সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের সামনেই দিনের পর দিন ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ। এই ব্যাপক চোরা চালানের ফলে বিপাকে পড়ছে জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীই। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য-বৃদ্ধি ও আকাল চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদিও চোরা চালান বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে খানিকটা গা ঝাড়া দিয়েছে।

এখন নোংরামির মুক্তাঞ্চল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপর রাত্রে এখানে নানা অ-সামাজিক কাণ্ডকারখানাও চলে বলে অভিযোগ। সরকারী প্রশাসনের মদত না থাকলে এভাবে প্রকাশ্যে দখলকারীরা ব্যবসা চালাতে পারেন না বলে স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেন। অপর দিকে শহরে একটি দমকল-বাহিনী ও তার অফিস করার জন্য নাকি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণের দাবী সরকারী এই তিন বিঘা জমিকে কাজে লাগিয়ে কি অতি প্রয়োজনীয় দমকল অফিস করা যায় না?

বিশ্বহিন্দু পরিষদের চক্ষু অপারেশন শিবির

বিশেষ সংবাদদাতা : সম্প্রতি বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পরিষদের ব্রহ্মপুর (বহরমপুর) শাখার উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন এবং রাধাকৃষ্ণ মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের সহযোগিতায় কাশিমবাজার রেল ষ্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দির ধর্মশালায় এক চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ মার্চ শিবির উদ্বোধন করেন ডাঃ উৎপল সিন্‌হা চৌধুরী। ঐ দিন ৪০০ জন রোগীর চোখ পরীক্ষা করেন ডাঃ অশোক রায়, ডাঃ স্বপন বড়াল, ডাঃ অমিতাভ দাস, ডাঃ অনিল সান্যাল, ডাঃ সুনীল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক। এঁদের মধ্যে ৭১ জনকে অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ২৫ মার্চ ৬৭ জনের চক্ষু অপারেশন করেন ডাঃ উৎপল সিনহা চৌধুরী ও ডাঃ অশোক রায়। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে প্রাদেশিক চিকিৎসা বিভাগের নন্দলাল লোহিয়া, আর এস এস এর নবদ্বীপ বিভাগীয় প্রচারক ধর্মচন্দ্র লাহা বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য এবং ব্রহ্মপুর (বহরমপুর) নগর প্রখণ্ড সভাপতি কমলেন্দু বাগচী উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরের সহযোগিতায় কেজরীওয়াল চ্যারিটেবিল মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবারথ (এ্যাম্বু-লেন্স) ২৪ মার্চ্চ রাত্রি থেকে ৮ দিনের জন্য সদা উপস্থিত থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুলের (ইংলিশ মিডিয়াম) ১৯৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের স্থান ও সময় :

সকাল ৭টা হইতে ৯টা

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল (ইঃ মিঃ)

ফাঁসিতলা (সরাইখানা)

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

চোর সন্দেহে প্রহার, গ্রামে অশান্তি

জঙ্গিপুর : দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কুলগাছি পশু হাটের মালিক তামিজুদ্দিন মাষ্টার ও আশিবুল্লাসহ বেশ কিছু লোক ঐ গ্রামের লালচাঁদকে প্রচণ্ড মারপিট করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। লালচাঁদের পক্ষের লোকজনের অভিযোগ, হাট মালিকের সাথে লালচাঁদের বেশ কিছু দিন ধরে গোলমাল চলছিল। লালচাঁদ হাটে মালিকের হয়ে তোলা তুলতো এবং দৈনিক ভাতা পেতো। কিছু দিন থেকে হাট মালিক ঐ ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেন। লালচাঁদ এর প্রতিবাদ করলে হাট মালিক মারধোর করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তামিজ মাষ্টার ও তাঁর লোকেরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন, কয়েকদিন আগে আশিবুল্লার বাড়ীতে চোরে সিঁদ দিয়ে সাইকেল চুরি করে। তাঁরা জানতে পারেন ঐ চুরি লালচাঁদ করেছে। এর পূর্বেও হাট থেকে কয়েক জোড়া গরু লালচাঁদ ও তার দলের লোকেরা ছিনতাই করে এবং পরে গ্রামের লোকের চাপে তা ফেরৎ দেয়। লালচাঁদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা লাল-চাঁদকে প্রহার করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এ ঘটনার পরবর্তীতে জানা যায় তামিজ মাষ্টার ও আশিবুল্লাকে খুন করার জন্য লালচাঁদের দলবল ষড়যন্ত্র করছে। ভয়ে তামিজ মাষ্টার স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছেন বলে খবর। কুলগাছি গ্রামে এই নিয়ে আতংক সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয় লোকজন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন? বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।